



36902 - দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা

প্রশ্ন

দোয়া করার আদবসমূহ ককি? এর পদ্ধত ককি? এর ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহ ককি? দোয়া কভাবে শুরু করতে হয় ও কভাবে শেষে করতে হয়? আখরোতরে বযিয়াবলরি আগতে দুনিয়াবী বযিয়ে দোয়া করা যায় ককি? দোয়া করার সময় হাত তোলার শুদ্ধতা ককি; শুদ্ধ হলো এর পদ্ধত ককি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নশ্চিয় আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়াটা ও সবকিছু তাঁর থেকে প্রত্যাশা করাটা পছন্দ করেন। যবে ব্যক্তি তাঁর কাছে চায় না তিনি তার ওপর রাগ করেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি বলেন: “আর তোমাদের রব বলছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি’” [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

ইসলামে রয়েছে দোয়ার মহান মর্যাদা। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথাও বলছেন: “দোয়া-ই ইবাদত” [সুনানে তরিমযি (৩৩৭২), সুনানে আবু দাউদ (১৪৭৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮২৮), আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে (২৫৯০) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

আল্লাহই ভাল জানেন।

দুই:

দোয়ার আদবসমূহ:

১। দোয়াকারীকে আল্লাহর রুবুবিয়ত, উলুহুয়িত ও আসমা-সফিতরে প্রতি একত্ববাদী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দোয়া কবুল করার শর্ত হচ্ছে- বান্দা কর্তৃক আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নকে কাজ করা ও গুনাহ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসে করে, (তখন বলে দনি যে) নশ্চিয় আমি অতী নকিটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দই।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৬]

২। একনশিঠভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: আর “তাদেরকে কেবল এ নরিদশেই প্রদান করা হয়েছিলি য়ে, তারা যনে আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনশিঠ করে।”[সূরা বাইয়্যনো, আয়াত: ০৫] দোয়া হচ্ছ- ইবাদত; যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তাই ইখলাস দোয়া কবুলরে শরত।

৩। আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী দিয়ে তাঁকে ডাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সসেব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বকিত করে তাদেরকে বর্জন কর।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮০]

৪। দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করা। সুনানে তরিমযিতি (৩৪৭৬) ফাযালা বনি উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবষ্টি ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করল, এরপর দু’আ করল: ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমাকে রহম কর’। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে নামাযী! তুমি বেশে তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি নামায আদায় করে যখন বসবে তখন আগে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে, আমার ওপর দরুদ পড়বে। এরপর আল্লাহর কাছে দু’আ করবে।” অপর এক রেওয়ায়েতে এসছে (৩৪৭৭) “যখন তোমাদের কউে নামায শেষ করবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি শুরু করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে” বর্ণনাকারী বলেন: এরপর অপর এক লোক নামায আদায় করল। সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ওহে নামাযী! দোয়া কর, আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবেন”[আলবানী সহিহু তরিমযি গ্রন্থে (২৭৬৫), (২৭৬৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ না পড়া পর্যন্ত যে কোন দোয়া আটকে থাকে”[আল-মুজাম আল-আওসাত (১/২২০), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৪৩৯৯) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

৬। কবিলামুখী হয়ে দোয়া করা। সহিহ মুসলমি (১৭৬৩) উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরকিদরে দিকে তাকালেন; তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর তাঁর সাথীবর্গের সংখ্যা ছিল তনিশত উনশি। তখন তিনি কবিলামুখী হয়ে হাত প্রসারিত করলেন, তারপর তাঁর রবকে ডাকতে শুরু করলেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন সেটো বাস্তবায়ন করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটো দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলমানদের এ দলটিকে ধ্বংস করে দেন তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত হবে না’। এভাবে দুই হাত প্রসারিত করে কবিলামুখী হয়ে তাঁর রবকে ডাকতে থাকলেন; এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদরটি পড়ে গলে...।

ইমাম নববী (রহঃ) ‘শারহু মুসলমি’ গ্রন্থে বলেন: এ হাদিসে দোয়াকালে কবিলামুখী হওয়া ও দুই হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে।

৭। দুই হাত তোলো। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৪৮৮) সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আপনাদের সুমহান রব হচ্ছেন লজ্জাশীল ও মহান দাতা। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু’হাত তুলে তখন তিনি সবে হাতদ্বয় শূন্য ফরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।” [সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (১৩২০) আলবানী হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

হাতেরে তালু থাকবে আকাশেরে দকি; যত্নে একজন নতজানু দরদির সাহায্যপ্রার্থী কছি পাওয়ার আশায় হাত পাতবে। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৪৮৬) মালকে বনি ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কোন কছি চাইবে তখন হাতেরে তালু দিয়ে চাইবে; হাতেরে পঠি দিয়ে নয়” [আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (১৩১৮) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

হাত তোলার সময় দুই হাত কমিলিয়ে রাখবে; না কি দুই হাতেরে মাঝে ফাঁক রাখবে?

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তাঁর ‘আল-শারহুল মুমত’ গ্রন্থে (৪/২৫) উল্লেখ করেছেন যে, হাত দুইটি মিলিয়ে রাখবে। তাঁর ভাষায়: “দুই হাতেরে মাঝখানে ফাঁক রাখা ও এক হাত থেকে অন্য হাত দূরে রাখা সম্পর্কে আমিকোন দলিল পাইনি; না হাদিসে; আর না আলমেগণেরে বাণীতে।” [সমাপ্ত]

৮। আল্লাহর প্রতি এ একীন রাখা যে, আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এবং মনোযোগ দিয়ে দোয়া করা। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার একীন নিয়ে দোয়া কর। জনে রাখ, আল্লাহ তাআলা অবলোককারী ও অমনোযোগী অন্তরেরে দোয়া কবুল করেন না।” [সুনানে তরিমযি (৩৪৭৯), শাইখ আলবানী ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে (২৭৬৬) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

৯। বারবার চাওয়া। বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতেরে কল্যাণকর যা ইচ্ছা তা চাইবে, কাকুত-মিনতি করবে, তবে দোয়ার ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে। বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছে? তিনি বললেন: বলে যে, আমি দোয়া করছি, আমি দোয়া করছি; কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখিনি। তখন সবে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফলে এবং দোয়া ছড়ে দেয়। [সহিহ বুখারী (৬৩৪০) ও সহিহ মুসলমি (২৭৩৫)]

১০। দৃঢ়তার সাথে দোয়া করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কড়ে যেনে অবশ্যই এভাবে না বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে দয়া করুন। কনেনা নশিচয় আল্লাহর ওপর জবরদস্তি করার কড়ে নই। [সহিহ বুখারী (৬৩৩৯) ও সহিহ মুসলিম (২৬৭৯)]

১১। অনুনয়-বনিয়, আশা ও ভয় প্রকাশ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] তিনি আরও বলেন: “তারা সংকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা হলি আমাদের নকিট ভীত-অবনত।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০] তিনি আরও বলেন: “আর আপনি আপনার রবকে নজি মনে স্মরণ করুন সবনিয়ে, ভীতচত্বিতে ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৫]

১২। তনিবার করে দোয়া করা। সহিহ বুখারী (২৪০) ও সহিহ মুসলিম (১৭৯৪) আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: “একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহর কাছে নামায আদায় করছিলেন। সখোনে আবু জহেলে ও তার সঙ্গীরা বসা হলি। গতদনি উট জবাই করা হয়েছিলি। এমন সময় আবু জহেলে বলে উঠল, ‘তোমাদের মধ্যে কএ অমুক গোটররে উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সজিদা করবে তখন তার পঠিরে উপর রাখতে পারবে?’ তখন কওমরে সবচয়ে নকিষ্ট লোকটি দ্রুত গিয়ে উটনীর নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে এল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সজিদায় গেলেন তখন এগুলো তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দলি। বর্ণনাকারী বলেন: তারা নজিরো হাসতে থাকল; হাসতে হাসতে একে অন্যরে ওপর হলে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। হায়! আমার যদি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পঠি থেকে এগুলো ফলে দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সজিদায় পড়ে থাকলেন; মাথা উঠালেন না। এক পর্যায়ে এক লোক গিয়ে ফাতমি (রাঃ) কে খবর দলি। খবর শুনতে তিনি ছুটে এলেন। সে সময় ফাতমো (রাঃ) ছিলেন ছোট বালিকা। তিনি এসে উটরে নাড়ীভুঁড়ি তাঁর পঠি থেকে ফলে দলেন। এরপর লোকদেরে দকি মুখ করে তাদেরকে গালমন্দ করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর নামায শেষ করলেন তখন তিনি কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন এবং তাদেরে বরুদধে বদ দোয়া করলেন। - তিনি যখন দোয়া করতেন তখন তনিবার করতেন এবং যখন প্রার্থনা করতেন তখন তনিবার করতেন- এরপর বললেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। এভাবে তনিবার বললেন। তারা যখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পলে তাদেরে হাস মলিয়ে গলে এবং তারা তাঁর বদ দোয়াকে ভয় পলে। এরপর তিনি বললেন: ইয়া আল্লাহ! আবু জহেলে ইবনে হশিম, ‘উতবা ইবনে রাবী’আ, শায়বা ইবনে রবী’আ, ওয়ালীদ ইবনে ‘উকবা, উমাইয়্যা ইবনে খালাফ ও ‘উকবা ইবনে আবু মু’আইতকে ধ্বংস করুন। (রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলছিলেন কনিতু আমি স্মরণ রাখতে পারনি।) সেই সত্তার কসম! যনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরে নাম উচ্চারণ করেছিলেন, আমি বদর যুদ্ধরে দনি তাদেরকে নহিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। পরবর্তীতে তাদেরকে টেনেহেঁচড়ে বদরেরে কূপরে মধ্যে ফলে দোয়া হয়।”

১৩। ভাল খাবার ও ভাল পোশাক গ্রহণ করা (ভাল হতে হলে হালাল হওয়া জরুরী)। সহিহ মুসলিম (১০১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ)

থেকে বর্ণনা হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “হে লোকসকল! নশ্চয় আল্লাহ ভাল। তিনি ভাল নয় এমন কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি রাসূলদেরকে যে নরিদশে দিয়েছেন একই নরিদশে মুমনিদের প্রতী জারী করেছেন। তিনি বলেন: “হে রাসূলগণ! আপনারা ভাল খাবার গ্রহণ করুন এবং নকে আমল করুন। নশ্চয় আপনারা যা কিছু আমল করেন সে সম্পর্কে আমি সম্মত অবগত”[সূরা মুমিনীন, আয়াত: ৫১] তিনি আরও বলেন: “হে ঈমানদাররা! তোমাদেরকে যসেব ভাল রজিকি দিয়েছি সেগুলো থেকে খাও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৭২] এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, জনকৈ ব্যক্তি লম্বা সফর করে উস্কখুস্ক চুল নিয়ে ধূলমিলনি অবস্থায় দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দোয়া করে: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে পরপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে তাহলে তার দোয়া কভাবে কবুল হবে?” ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: “হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরধান করা ও হালাল খেয়ে পরপুষ্ট হওয়া দোয়া কবুল হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত।”[সমাপ্ত]

১৪। গোপনে দোয়া করা, শব্দ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া (আলাইহি সালাম) এর প্রশংসা করে বলেন: “যখন তিনি তার রবকে ডেকেছিলেন নবিত্তে”[সূরা মারিয়াম, আয়াত: ০৩]

ইতিপূর্ববে দোয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। দোয়াকারীর দোয়া কবুল হওয়ার কারণসমূহ, দোয়ার আদবসমূহ, যসেব সময় ও স্থান ফযলিতপূর্ণ ও দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ, দোয়াকারীর অবস্থা, দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধকতাসমূহ ও দোয়া কবুলের প্রকারসমূহ ইত্যাদি 5113 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।